যুগান্তর

তারিখ 18 FEB 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

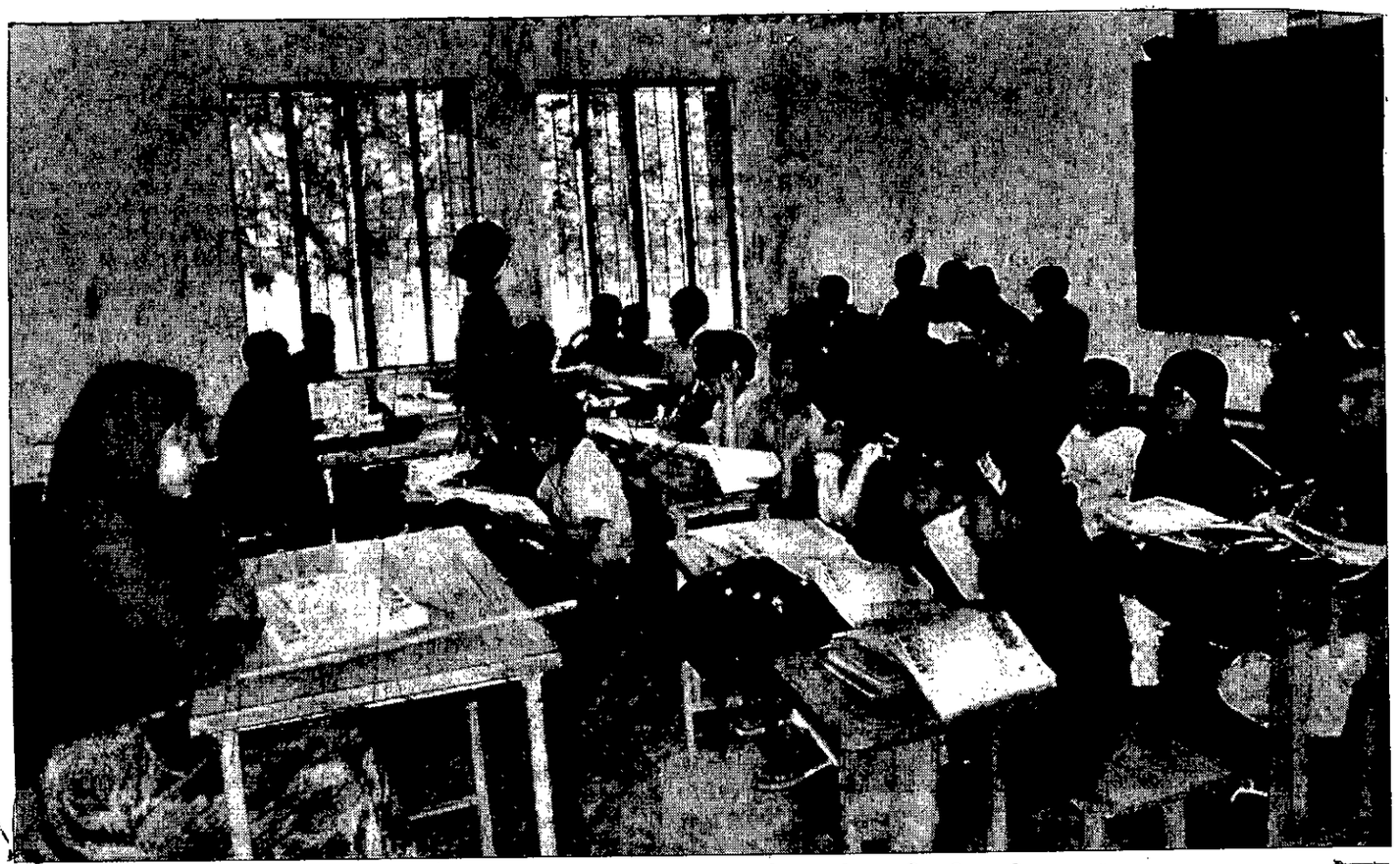

গুরুদাসপুর (নাটোর) : নাজিরপুর ইউনিয়নের একনম্বর চন্দ্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকটের কারণে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে তৃতীয় শ্রেণির ক্লাস নিচ্ছেন নূপুর খাতুন — ইত্তেফাক

শতবর্ষী স্কুলে ২৬৬ শিক্ষার্থীর পাঠ নিচ্ছেন দুইজন শিক্ষক

■ গুরুদাসপুর (নাটোর) সংবাদদাতা

বিদ্যালয়টি শতবর্ষ অতিক্রম করেছে অনেক আগেই। চারপাশ ঘেরা পুরনো কাঁঠালের গাছগুলো ছায়া ফেলে বিদ্যালয় ভবন আর মাঠে। রয়েছে একটি পুরনোসহ দুটি পাকা ভবন। গ্রামের এ বিদ্যালয়টিতে ২৬৬ শিক্ষার্থী পড়ালেখা করে। কিন্তু শিক্ষক রয়েছেন মাত্র দু'জন। গুরুদাসপুর উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১৬ কি.মি. পশ্চিমে নাজিরপুর ইউনিয়নের নন্দকুঁজা নদীর তীরে একনম্বর চন্দ্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্র এটি। বিদ্যালয়টিতে আটজন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও গত ফেব্রুয়ারি থেকে মাত্র দু'জন দিয়ে চলছে পাঠদান। ফলে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ১৯০১ সালে ৩৩ শতক জায়গার ওপর স্থানীয়দের উদ্যোগে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম দাবি করছেন, বিদ্যালয়টিতে কোন শিক্ষক সংকট নেই। বেশ কিছুদিন ধরে দু'জন শিক্ষক প্রশিক্ষণে রয়েছেন। এটা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে।

বিদ্যালয়টিতে আটজন শিক্ষক থাকার কথা। প্রধান শিক্ষক শামস্ মোস্তারী চলতি বছরের ১ জানুয়ারি দেড় বছরের জন্য ডিপিএড প্রশিক্ষণে গেছেন। দ্বিতীয় শিক্ষক আবুল কালাম শামসুদ্দিন প্যারালাইজডজনিত অসুস্থতায় ভুগছেন।

১ ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি স্কুলে আসেন না। তৃতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ২০১৫ সাল থেকে। চতুর্থ শিক্ষক নাজমীন আক্তার গতবছরের ২৬ নভেম্বর থেকে মাতৃত্বকালীন ছুটিতে রয়েছেন। আরেক শিক্ষক সালমা খাতুন বদলি নিয়ে স্বামীর উপজেলা সিংড়া গেছেন তিনমাস আগে. শিক্ষক হাসান আলী (গণিত) বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণে গেছেন. শিক্ষক সাবিনা খাতুন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করলেও অপর শিক্ষক ফেরদৌসী খাতুন মাতৃত্বকালীন ছুটিতে যাবেন আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি।

প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে থাকা সাবিনা খাতুন জানান, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ক্লাস শুরু হয়। প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম ও প্রাক-প্রাথমিকের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে পাঠদান কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। অনেক সময় সুযোগ বুঝে শিক্ষার্থীরা পালিয়েও যায়। তখন করার কিছু থাকে না। পরিস্থিতি সামাল দিতে স্কুলের দপ্তরিকে দিয়েও ক্লাস চালাতে হয়। তাছাড়া প্রধান শিক্ষকের অবর্তমানে অনেক সময় অফিসিয়াল কাজে উপজেলা সদরে যেতে হয়। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে উপজেলা সদরে গিয়ে (রুম টু রিড) প্রশিক্ষণে থাকতে হবে। তখন পাঠদান আরো ব্যাহত হবে।